# অ্যাডভেঞ্চার মাঙ্কি হিল

১

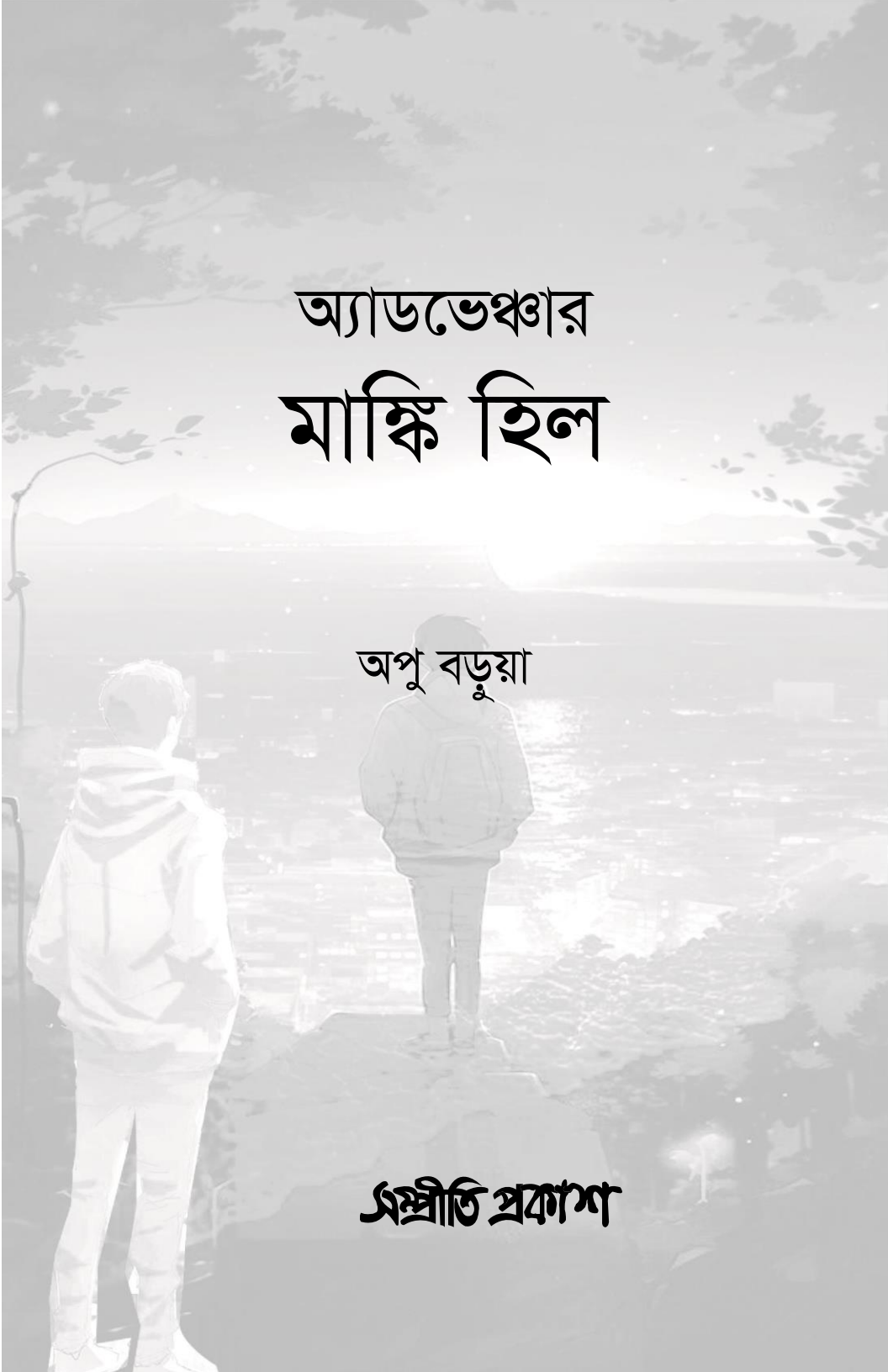

# অ্যাডভেঞ্চার
# মাঙ্কি হিল

অপু বড়ুয়া

সম্প্রীতি প্রকাশ

উ ৎ স র্গ

পাপড়ি বড়ুয়া

## ওরা তিন বন্ধু।। ০১

দীপু জিসান প্রবাল।

একসাথেই ভর্তি হয়েছিল ঢাকা ল্যাবরেটরিতে।

রাজধানীর তিন প্রান্তে তিন জনের বাসা।

দীপুদের বাসা পুরান ঢাকার ওয়ারী, হেয়ার স্ট্রিটে।

দীপুর বাবা কলেজের অধ্যাপক।

জিসানদের বাসা কল্যাণপুর।

তার বাবা ব্যাংকার।

আর প্রবালদের বাসা মগবাজার, নিউ ইস্কাটন।

তার বাবা সাংবাদিক।

একই ক্লাসে পাশাপাশি বসায় অল্পদিনেই ওদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

পড়াশোনাতেও কেউ কারো চেয়ে কম না।

প্রায় সমান সমান মার্কস পায় পরীক্ষায়।

ওদের বন্ধুত্বের কারণে ওদের বাবা-মায়ের মধ্যেও সখ্য সম্পর্ক হয়ে ওঠে।

এই সখ্য একসময় পারিবারিক সখ্যে রূপ নেয়।

তিনজনই ভালো ছাত্র হওয়ায়, ওদের বন্ধুত্বের বাঁধন বেশ দৃঢ় হয়।

ওদের বাবা-মাও চান ওরা একসাথে বেড়াক, খেলুক, পড়াশোনা নিয়ে আলাপ করুক।

এভাবেই পাঁচ বছর ধরে ওরা সহপাঠী, প্রিয়বন্ধু।

এখন ওরা ক্লাস এইটের ছাত্র।

ওরা পড়াশোনাতেই শুধু মেধাবী নয়, তিনজনই ভালো ক্রিকেটার।

ঢাকার ইন্টার স্কুল ক্রিকেটে তাদের স্কুল-টিমের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে এদের তিনজনের অবদান সবচেয়ে বেশি।

দীপু ও জিসান ব্যাটিং অলরাউন্ডার, আর প্রবাল স্পিন বোলার।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে এরা বেশ ক'বার।

বিতর্কে বিজয়ী হয়ে পুরস্কার পেয়েছে।

এজন্য স্কুলে তাদের বেশ সমাদর।

স্যাররাও এদের খুব স্নেহ করেন।

খেলা ও লেখাপড়ায় সেরা হওয়ার জন্য তিন জনের মধুর প্রতিযোগিতা চলে।

পুরস্কারের অনেক মেডেল ও ক্রেস্টে ওদের শো-কেস ভরে গেছে।

আর ক্লাসের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনেক বইও পড়ে এরা।

তিনজনেরই প্রিয় বিষয় অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্যকাহিনি।

অ্যাডভেঞ্চার-রহস্যকাহিনির বই পেলেই সময় বের করে পড়ে নেয়।

ওদের বাবা-মা'রা বলেন, হুম, পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনেক অনেক পড়তে হবে, তবে, পাঠ্যবই ঠিকমতো পড়ে তারপর।

আর বই পড়তে হবে বেছে বেছে।

ভালো ভালো বই পড়তে হবে।

যে-বই স্বপ্ন জাগায়, চলার পথে প্রেরণা জোগায়।

ওরা বাবা-মায়ের উপদেশ মেনে চলে।

ওদের স্কুলব্যাগে সব সময় দু-একটা অ্যাডভেঞ্চার বা ক্লাসিক রহস্য-বই থাকেই।

টিফিন আওয়ারে ক্লাসরুমে বসেই ওরা এসব বই পড়ে।

কারো কাছে নতুন কোনো বই থাকলে কখনো কখনো একজন পড়ে অন্য দুজন শোনে।

এতে সময়ও কম লাগে, গল্পটাও সবার জানা হয়ে যায়।।

এক-বই তিনজনের পড়ার মজাই আলাদা।

একুশের বই মেলায় যাওয়ার আগে ওরা লিস্ট করে নেয়; কী কী বই কিনতে হবে।

লিস্টে ছয়টা বই থাকলে, তিনজন দুটো করে কেনে।

এরপর ওরা বদলাবদলি করে বইগুলো পড়ে নেয়।

জিম করবেটের শিকার কাহিনির বইটা পড়ে জিমের সাহসিকতা ওদের ভালো লাগলেও পশু-প্রাণী শিকার অপরাধের পর্যায়ে পড়ে বলে এ ধরনের বই আর পড়ে না। ওরা সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক।

দেশবিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবরের পাশাপাশি চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর সংবাদ ও বিশেষ ফিচারগুলোর ওপর ওরা নজর রাখে।

এমনকিছু খবরের পেপার কাটিংও ওরা নোটবুকে পেস্ট করে রাখে।

# দীপুর একটি কুকুর আছে।। ০২

ডিউক—দীপুর প্রিয় কুকুর।

ছোটোবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় পথে একবার সে কুকুরের তাড়া খাওয়ার পর থেকে এই প্রাণীটিকে সে এড়িয়ে যেত।

তার কছে কুকুর মানেই তখন আতঙ্ক।

বাড়ি থেকে বের হয়ে সে আগে পথের এ পাশ ও পাশ ভালো করে দেখে নিতো কোথাও কোনো কুকুর আছে কি না।

এরপর পথ নিরাপদ মনে করলে কোথাও বের হতো।

সেই আতঙ্কের প্রাণীটিই পরে তার অতি প্রিয় হয়ে ওঠে।

কুকুরের প্রতি ভালোবাসা তার একটি ঘটনা থেকে।

পত্রিকায় একটি অভাবনীয় খবর কুকুর সম্পর্কে তার ধারণা আমূল পালটে দেয়।

খবরটি ছিল আইসল্যান্ডের এক গ্রামের।

সেই বাসিন্দা মি. হাওয়ার্ড ছিলেন এক ভ্রমণপ্রিয় মানুষ।

অসম সাহসী মধ্যবয়সী এই ভদ্রলোক একদিন দেশের উত্তরের বরফাচ্ছাদিত এক পাহাড়ে শাদা ভালুক দেখতে বেরিয়ে পড়েন।

ডিউক নামে তার একটি কুকুর ছিল।

হাওয়ার্ড যেখানেই যেতেন কুকুরটি তার পেছন পেছন ছুটত।

অবশ্য, অনেক দূরের যাত্রা বলে তিনি সেদিন কুকুরটিকে সঙ্গে না নেওয়ার মনস্থির করেন।

## প্রবালের নীল টিয়া।। ০৪

পাখির প্রতি প্রবালের ভালোবাসা ছোটো থেকে।

গত বছর সে বাবার সঙ্গে সোনার চর বেড়াতে গিয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে জেগে ওঠা এই অপূর্ব চরটি পাখির স্বর্গ যেন।

চরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সবুজ গাছপালায় সেজে উঠেছে এক মনকাড়া অরণ্য।

সাগরের ঢেউ এসে ভিজিয়ে দেয় বনস্থলের পলিজমা পার। বক আর সারসের রাজত্ব।

ওরা যখন সারি দিয়ে বসে থাকে বনের সাগরঘেঁষা গাছগুলোতে;

মনে হয়ে সাদা পতাকা দিয়ে সেই বনরাজ্যের শান্তি ঘোষণা করেছে প্রকৃতি।

পাশাপাশি হাজারো জলপাখির ডানার শব্দ আর বিচিত্র ডাকে সাগর যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সাগরের দৃশ্য দেখে শেষ বিকেলে বাবার সঙ্গে প্রবাল যখন রিসোর্টে ফিরে যেত; চরের দূর প্রান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচিত্র রঙের টিয়া উড়ে উড়ে রিসোর্ট-বাগানের রেইন-ট্রি আর অন্য ঝোপালো গাছগুলোতে আশ্রয় নিতো।

এ সময়টা প্রবালের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠত।

## ওদের জীবনের লক্ষ্য।। ০৫

ছাত্রজীবন থেকেই সবার জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে। জিসান, প্রবাল, দীপু—এরাও ভবিষ্যতে যা-যা হতে চায় তা গত পরীক্ষায় 'আমার জীবনের লক্ষ্য' রচনায় লিখেছিল।

সাধারণ ছাত্ররা রচনা বই থেকে পড়ে পরীক্ষা দেয়। ফলে, তারা বইয়ে যা লেখা তাকে সেটাই লিখে আসে।

কিন্তু জিসানরা তিন বন্ধু মুখস্থ বিদ্যায় সন্তুষ্ট নয়।

নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা ওদের সব সময়।

আর জীবনের লক্ষ্য যখন—তখন তারা যা-যা হতে চায় সেটা লেখাই উচিত বলে মনে করে।

অবশ্য, দীপুর আম্মুর ইচ্ছা সে বড়ো হয়ে একজন নামকরা চিকিৎসক হোক।

তিনি ভাবেন, তার বাবা, অর্থাৎ দীপুর নানুভাই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাই তিনি চান, সে যেন বড়ো চিকিৎসক হয়ে ক্যান্সারের মতো কঠিন অসুখে আক্রান্তদের সঠিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলে।

তবে, দীপু চিকিৎসক হতে চায় না।

তার লক্ষ্য বড়ো হয়ে একজন চৌকস গোয়েন্দা হওয়ার।

প্রতিদিন পত্রিকায় সে চোখ রাখে।

## শিক্ষা সফরে যাবে ওরা। ০৬

আজ খুব উৎফুল্ল ওরা।

শিক্ষাসফরে যাবে ওরা।

ওদের দাবি—ওরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যাবে।

জিসানই স্যারের কাছে প্রথম দবি তোলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার।

জিসানের এই দাবির সঙ্গে পুরো ক্লাসের সব সেকশনের সব ছাত্র আওয়াজ তুলেছে—হুম, গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম।

জিসানদের ক্লাস সেভেনে তিনটি শাখা।

পায়রা, দেয়েল আর শাপলা।

জিসান, প্রবাল, দীপু—এরা পায়রা শাখার।

পরিবেশ ও ভূপরিচিতি পড়ান কাদির স্যার।

টিফিন আওয়ারের পর তার ক্লাস নিতে ঢুকেই তিনি সবার উদ্দেশে বললেন, তোমাদের জন্য সুখবর আছে।

ক্লাস সেভেনের তিন শাখার ছাত্রদের নিয়ে আগামী শুক্রবার, মানে, কালকের শুক্রবারের পরের শুক্রবার আমরা ঢাকা থেকে দূরে কোনো জেলয় শিক্ষাসফরে যাবো।

তখনই জিসান দাঁড়িয়ে তার দাবিটা জানায়।